SOCIAL GROUP (1) সামাজিক গোষ্ঠী

SEM-5 (PASS)

PAPER-DSE 1A, HMV

৬

সামাজিক গোষ্ঠী ও শিক্ষা

Social Group and Education

সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। ধীরে ধীরে বিকাশলাভের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর সমাজজীবনে প্রবেশ করে। বিভিন্ন সামাজিক সংস্থায় ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তিকরণ (Cohesion and Affiliation) হয় এবং তদনুসারে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। এই সামাজিক সংস্থাগুলিই প্রধানত গোষ্ঠী। মানুষের জীবনে সামাজিক গোষ্ঠীর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন ব্যক্তিকে সমাজের একাধিক গোষ্ঠীর সদস্য হতে হয়। তাই ব্যক্তির জীবনে গোষ্ঠীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৬.১. সংজ্ঞা (Definition)

সামাজিক গোষ্ঠী বলতে এক বিশেষ ব্যক্তি-সমষ্টিকে বোঝায়। বটোমোর (Bottomore) এর মতে সামাজিক গোষ্ঠী একধরনের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এক মানবগোষ্ঠী ("A Social group may be defined as an aggregate of individuals in which (a) defined relations exist between the individuals comprising it and (b) each individual is conscious of the group itself and its symbols.") অধ্যাপক জিসবার্ট (Gisbert)-এর মতে, সামাজিক গোষ্ঠী এমন কতগুলি ব্যক্তির সমষ্টি যারা একটি স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে পরস্পর ক্রিয়াশীল থাকে ("A social group is a collecton of individuals interacting on each other under a recognizable structure)। অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ (MacIver & Page) "গোষ্ঠী" শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ যে-কোনো মানব সমষ্টিকে গোষ্ঠী বলেছেন। ("by group we mean any collection of human beings who are brought into social relationships with one another.")।

বস্তুত সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়। গোষ্ঠী মাত্রই পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ভিত্তি থাকে। এই সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ক পারস্পরিক সচেতনতা থাকে।

৬.২. গোষ্ঠীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Social Group)

গোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হল—

প্রথমত, গোষ্ঠীজীবনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল এর মধ্যে নিহিত পারস্পরিক সামাজিক

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

...প্রতিটি সামাজিক গোষ্ঠী তার সদস্যদের মাধ্যমে একটি গোষ্ঠী সম্পর্কে ...ক চেতনা সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়ত, গোষ্ঠীর সাহায্যে ব্যক্তির মধ্যে গোষ্ঠী চেতনার উন্মেষ ঘটে। এর ফলে ... নিজেকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে।

তৃতীয়ত, গোষ্ঠী চেতনার জন্য ব্যক্তির অহংসত্তা আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বেরিয়ে ... গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হয়।

চতুর্থত, গোষ্ঠীর সাধারণ স্বার্থ ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের উদ্যোগ প্রতিটি সদস্যের ... দেখা যায়। এজন্য তারা যৌথ দায়িত্ব পালন করে।

পঞ্চমত, প্রতিটি গোষ্ঠীর মধ্যে সদস্যদের আচার আচরণের ওপর প্রত্যক্ষ বা ...ক্ষ নানা নিয়ন্ত্রণবিধি আরোপিত হয়। ফলে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের তুলনায় বৃহত্তর ...ষ্ঠী স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে আগ্রহী হয়। এর ফলে ...দের মধ্যে স্বতন্ত্র আচার আচরণ গড়ে ওঠে।

ষষ্ঠত, পরিবর্তনশীলতা সামাজিক গোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সামাজিক গোষ্ঠীর ...ঠনিক কাঠামো ও কার্যক্ষেত্রের পরিধি একই অবস্থায় চিরকাল অপরিবর্তিতভাবে ...স্থান করতে পারে না।

সপ্তমত, যে-কোনো গোষ্ঠীর কোনো না কোনো সম্পদ থাকতে পারে। তা বস্তুগত ... ভাবগত দুরকমেরই হতে পারে। যেমন— বাড়ি, ঘর, অর্থ; আবার—আদর্শ, ...বাদ, উদ্দেশ্য প্রভৃতি।

অষ্টমত, সমাজকে কাঠামোগত দিক থেকে গড়ে তুলতে সামাজিক গোষ্ঠী মুখ্য ...মিকা পালন করে।

নবমত, গোষ্ঠীচেতনা যত গভীর হয়, সদস্যদের মধ্যে বিরোধিতা তত কমে। ...স্যরা তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হন— অবশ্যই তা গোষ্ঠীর সাপেক্ষে।

দশমত, ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশের ক্ষেত্রে গোষ্ঠী জীবনের ভূমিকা এক কথায় ...তর্কহীন। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মানবশিশু একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীজীবনের ...ন ধারণাকে বিকশিত করে।

শেষত, সামাজিক গোষ্ঠী প্রচলিত সমাজের সংস্কৃতির ধারক ও বাহকে পরিণত ...তে পারে। তাই বলা যায়, আমাদের সংস্কৃতি গোষ্ঠীজীবনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত ...য় এবং বিকাশলাভ করে।

...৩. গোষ্ঠীর প্রকারভেদ (Classification of Group)

মানবসমাজে গোষ্ঠীর সংখ্যা যেমন বেশি, গোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগের ভিত্তিও তেমন অসংখ্য। এ সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। গোষ্ঠীর প্রকারভেদ নিম্নলিখিত সারণি অনুসারে উপস্থাপন করা যায়।

গোষ্ঠীর প্রকারভেদ

গোষ্ঠীর নাম	বিভাজনের ভিত্তি
(ক) প্রাথমিক ও গৌণ গোষ্ঠী (Primary and Secondary Group)	(ক) সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের নৈকট্যকে কেন্দ্র করে শ্রেণিবিভাজন। অধ্যাপক জিসবার্ট (Gisbert), কুলি (C.H.Cooley) এই বিভাজন সমর্থন করেন।
(খ) অন্তর্গোষ্ঠী ও বহির্গোষ্ঠী (In group & out group)	(খ) কোনো গোষ্ঠীতে সদস্যভুক্তি হওয়া, না হওয়ার ভিত্তিতে, গোষ্ঠীগত মনোভাবের ঐক্য অনৈক্যের ভিত্তি অনুসারে বিভাজন। অধ্যাপক সামনার (Sumner) এই বিভাজনের প্রণেতা।
(গ) সম্প্রদায় ও সমিতি (Community &Association)	(গ)সমাজের সদস্যের পারস্পরিক সম্পর্কের অন্তরঙ্গতাকে কেন্দ্র করে শ্রেণি বিভাজন করেছেন টয়নিজ (F.Tonnies)।
(ঘ) স্থায়ী গোষ্ঠী ও ক্ষণস্থায়ী গোষ্ঠী (Permanent group and Transitory group)	(ঘ) স্থায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে গোষ্ঠীর নামকরণ করা হয়।
(ঙ) বিধিবদ্ধ ও অবিধিবদ্ধ গোষ্ঠী (Formal and Informal groups)	(ঙ) গোষ্ঠীর কর্মপদ্ধতি ও বিধিনিষেধের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিভাজন।
(চ) ঐচ্ছিক গোষ্ঠী ও অনৈচ্ছিক গোষ্ঠী (Voluntary group and Involuntary groups)	(চ) যে গোষ্ঠীর সদস্যভুক্তি ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল তা ঐচ্ছিক গোষ্ঠী যেমন— রাজনৈতিক দল ইত্যাদি। গোষ্ঠীর সদস্যপদ পরিত্যাগও ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আবার কোনো কোনো গোষ্ঠীর সদস্যপদ বাধ্যতামূলক যেমন— পরিবার।
(ছ) উল্লম্বী গোষ্ঠী ও অনুভূমিক গোষ্ঠী (Vertical groups and Horizontal groups)	(ছ) সদস্যদের পদমর্যাদাগত অবস্থান (স্তর ভিন্নতা) পরিপ্রেক্ষিতে গোষ্ঠীগত দুটি প্রকার দেখা যায়।
(জ) দ্বয়ী ও ত্রয়ী গোষ্ঠী (Dyad group & Traid group)	(জ)গোষ্ঠীর আয়তন বা সদস্যসংখ্যার ভিত্তিতে গোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাজন। জার্মান দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক সিমেল (G.H.Simmel) এই বিভাজনের স্রষ্টা।

REDMI NOTE 8 PRO AI QUAD CAMERA

গোষ্ঠীর নাম	বিভাজনের ভিত্তি
(ঝ) নির্দেশক গোষ্ঠী (Reference group)	(ঝ) নির্দেশক গোষ্ঠী গঠিত হয় সামাজিক অনুকরণের মধ্য দিয়ে। সর্বপ্রথম এই ধারণাটি ব্যবহার করেন হার্বার্ট হাইমেন (Herbert Hyman)। পরবর্তীকালে অনেকে এটি সমর্থন করেন।

প্রতিটি গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব।

(ক) প্রাথমিক গোষ্ঠী

প্রাথমিক গোষ্ঠীকে পারস্পরিক সম্পর্কের এক চরম অন্তরঙ্গতাভিত্তিক সংগঠন রূপে চিহ্নিত করা হয়। এই গোষ্ঠীকে মুখোমুখি গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। গিসবার্ট (Gisbert) প্রাথমিক গোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত বলে বর্ণনা করেছেন। প্রতিটি সমাজেই এর আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হয়।

অধ্যাপক কুলি (C.H.Cooley) প্রাথমিক গোষ্ঠীকে একান্ত প্রাথমিক বলেছেন কারণ এটি মানুষের সামাজিক প্রকৃতি ও আদর্শ গঠনে মৌলিক ভূমিকা পালন করে। এখানে পারস্পরিক একাত্মতায় "আমরা" (We feeling)-বোধ জাগ্রত হয়। কিংসলে ডেভিস (Kinsley Davis)-এর মতে প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলি হল— সদস্যদের স্থানগত/ দৈহিক নৈকট্য, গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র আয়তন এবং সম্পর্কের স্থায়িত্ব। সমাজের প্রাথমিক গোষ্ঠী হল— পরিবার, খেলার দল, বন্ধু গোষ্ঠী ইত্যাদি।

প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যরা ব্যক্তিসত্তা তথা আত্মস্বার্থ বজায় রাখে। তার পরেও একটি ঐক্যবদ্ধ অনুভূতি এই গোষ্ঠীকে স্থায়ী করে।

এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—

(ক) দৈহিক নৈকট্য

(খ) ক্ষুদ্র আয়তন

(গ) পারস্পরিক আন্তরিকতা এই গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব দৃঢ় করে।

(ঘ) এই গোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য— অভিন্ন উদ্দেশ্য। এর ফলে "আমরা" (We feeling)-মনোভাব গড়ে ওঠে।

(ঙ) এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গোষ্ঠী।

(চ) প্রাথমিক গোষ্ঠীতে পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যক্তিভিত্তিক হয়। তাই ব্যক্তিসম্পর্ক ভেঙে গেলে গোষ্ঠীও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

(ছ) সামাজিকীকরণের প্রধান মাধ্যম।

(জ) প্রাথমিক গোষ্ঠীর গঠন প্রক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তধর্মী হয়। অর্থাৎ বিশেষ কোনো স্বার্থকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠে না।

REDMI NOTE 8 PRO AI QUAD CAMERA

(ঝ) প্রাথমিক গোষ্ঠী সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিকগুলির বিকাশে সহায়তা করে।
(ঞ) সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রাথমিক গোষ্ঠীর উদাহরণ— পরিবার, খেলার দল, পাঠচক্র ইত্যাদি।

প্রাথমিক গোষ্ঠীর গুরুত্ব : ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাথমিক গোষ্ঠীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সব মানুষের সামাজিক সত্তা এই গোষ্ঠী দ্বারা প্রভাবিত হয়। জিসবার্ট (Gisbert) মন্তব্য করেছেন, "The primary or face to face group ... is the most effective agency of socialization." সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু সমাজের প্রচলিত আচার আচরণ শিখে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই গোষ্ঠীর মাধ্যমেই সংস্কৃতি সঞ্চালিত হয়।

মানুষের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা, বাসনা, নিকট সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রবণতা প্রভৃতি চরিতার্থ করতে প্রাথমিক গোষ্ঠী বিশেষ সহায়তা করে।

প্রথাবদ্ধ সামাজিক বৃহত্তর সংগঠনগুলি পরিচালনার জন্য অণু গঠন হিসাবে প্রাথমিক গোষ্ঠী গড়ে তোলা হচ্ছে। এই প্রত্যক্ষ বা প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি উৎপাদনশীল সংস্থার উৎপাদন সংগঠন, শ্রমিক সমন্বয় ও দক্ষতাবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। আধুনিক পরিচালন ব্যবস্থায় অনেক কোম্পানি বহুজাতিক বেশে থেকেও পরিবারস্বরূপ অণু সংগঠন গড়ে তোলে ("সাহারা পরিবার")

বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও ব্যক্তিমানুষের দৈহিক মানসিক রোগ নিরাময়ে প্রাথমিক গোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়।

অন্যান্য সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি যেমন সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি প্রাথমিক গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ও ব্যক্তি পরিচিতি লাভ করে।

(খ) গৌণ গোষ্ঠী

আকারে বৃহত্তর, বিশেষ উদ্দেশ্য বিশিষ্ট, সাংগঠনিক প্রাধান্য বিশিষ্ট গোষ্ঠী হল— গৌণ গোষ্ঠী। জিসবার্টের ভাষায় গৌণ গোষ্ঠী অপ্রত্যক্ষ, উদ্দেশ্য বিশিষ্ট সম্পর্ক দ্বারা পরিচালিত ("The secondary group ..... rests on indirect, secondary or categorical contacts. People may not know each other personally")। অধ্যাপক ডেভিস (Davis)-এর মতে গৌণগোষ্ঠীগুলি প্রাথমিক গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে সদস্যরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এখানে সদস্যদের সম্পর্ক নৈর্ব্যক্তিক ও ক্ষণস্থায়ী। অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ-(MacIver & Page)-এর মতানুসারে গৌণগোষ্ঠীর সদস্যরা ব্যক্তিগত নয়, শ্রেণিগতভাবে বিভক্ত। ("The relations with which people confront with one another in such specialised groups as roles as buyers and sellers, officials and citizens, teachers and students, practitioners and clients are secondary, involving categoric or rational

REDMI NOTE 8 PRO AI QUAD CAMERA

...mmude.")। সুতরাং গৌণ গোষ্ঠীর উদাহরণ হিসাবে ক্রেতা ও বিক্রেতা, ভোটপ্রার্থী ও ভোটদাতা, কর্মচারী ও নাগরিক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গৌণ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য :

(ক) গৌণ গোষ্ঠীগুলি আয়তনে অপেক্ষাকৃত বড়ো। এখানে সদস্যসংখ্যা যেমন বেশি, ব্যাপ্তিও বেশি।

(খ) গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যপদ বাধ্যতামূলক নয়, ঐচ্ছিক।

(গ) গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মর্যাদা তাদের ভূমিকার উপর নির্ভরশীল। জন্মগত বা ব্যক্তিগত গুণাবলি এখানে গৌণ বিষয়।

(ঘ) কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীগুলি গঠিত হয়। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভূমিকা ক্ষীণ।

(ঙ) সদস্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকে না।

(চ) এখানে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ব্যপ্তির বদলে স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রাধান্য দেখা যায়।

(ছ) সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলির অধীনে বিশেষ স্বার্থে সুবিন্যস্তভাবে গৌণ গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

(জ) গৌণ গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরোক্ষ সহযোগিতা। এক একটি বৃহৎ সংগঠনে মানুষ স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পাদন করে। অর্থাৎ এখানে বিশেষীকরণ ও শ্রমবিভাগ নীতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

(ঝ) বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার পর গৌণগোষ্ঠীর বন্ধন শিথিল হয়ে যায়।

(ঞ) গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যরা সবাই সমান সক্রিয় হন না। রাজনৈতিক দল প্রভৃতি এই ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন।

গৌণ গোষ্ঠীর গুরুত্ব :

আধুনিক সমাজে গৌণ গোষ্ঠীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে গৌণগোষ্ঠীর গুরুত্ব বেড়ে চলেছে।

(ক) গৌণ গোষ্ঠীগুলি সমাজের মানুষের সামনে অসংখ্য জীবিকার সুযোগ সন্ধান দিচ্ছে।

(খ) ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ও সঙ্গতিবিধানে বিশেষ সহায়তা করছে।

(গ) শ্রমবিভাগ ও অন্যান্য কার্য পদ্ধতির মাধ্যমে এখানে ব্যক্তির উন্নতি ও দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়।

(ঘ) গৌণ গোষ্ঠীর সাহায্যে মানুষের চিন্তাভাবনার প্রসারতা বৃদ্ধি পায়। যেহেতু এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অধীন, এখানে সকলেই সমানভাবে গ্রহণীয়।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, প্রাথমিক ও গৌণ গোষ্ঠী সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃ বিশিষ্ট হলেও মানবজীবনে দুধরনের গোষ্ঠীরই অস্তিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি গোষ্ঠী জীবনেব মধ্যেই কিছুটা প্রাথমিক ও কিছুটা গৌণ গোষ্ঠীর প্রভাব দেখা যা এই দুই ধরনের প্রকারভেদ অনুসারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্তির ও সামাজিক সংগঠনে প্রত্যক্ষ করা যায়।

(গ) অন্তর্গোষ্ঠী ও বহির্গোষ্ঠী : অধ্যাপক সামনার (W.G.Sumner) সামাজি গোষ্ঠীকে দুভাগে ভাগ করেছেন যা অন্তর্গোষ্ঠী (In group) ও বহির্গোষ্ঠী ব পরিচিত। সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতি মনোভাবের পার্থক্য হেতু এই মনোভাব গ উঠেছে।

অন্তর্গোষ্ঠী : অন্তর্গোষ্ঠী বলতে কোনো প্রাথমিক বা গৌণ গোষ্ঠীকে বোঝায়, আম যার সদস্য এবং যে গোষ্ঠীর প্রতি আমাদের আনুগত্য, সহানুভূতি, সহযোগিতা অত প্রবল। কেউ কোনো গোষ্ঠীর সদস্য হলেই সেই গোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট সদস্যটির ক অন্তর্গোষ্ঠী হয়ে যায় না। ওই গোষ্ঠীর প্রতি সদস্যের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক থাকলে তবে সেই গোষ্ঠীটি অন্তর্গোষ্ঠী হয়। অন্তর্গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে গভীর 'আমরা' বো (we feeling) থাকে। এপ্রসঙ্গে ম্যাকাইভার ও পেজ (MacIver & Page)-এ বক্তব্য উল্লেখ্যযোগ্য— "The groups with which the individual indentifies himself are his in-groups, his family, occupation, religion, by virtue of his awareness of likeness or consciousness of kind." নিজের পরিবার পাড়া, ক্লাব ইত্যাদি অন্তর্গোষ্ঠীর উদাহরণ। এই ধরনের গোষ্ঠীতে ব্যক্তি অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে গভীর ভাবে একাত্ম হতে পারে।

সামনাব (Sumner) এর মতে অন্তর্গোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের জাতিগত উন্নাসিকতা কাজ করে। এরা মনে করে তাদের গোষ্ঠীর জীবনধারা, মূল্যবোধ, মনোভাব প্রভৃতি অন্যান্যদের থেকে উন্নত। গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তির একাত্মতার কারণে এই ধরনের মানসিকতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই মনোভাব সমাজে বিভেদ রচনা করে। ব্যক্তি ও সমাজের প্রগতিকে ব্যাহত করে।

বহির্গোষ্ঠী : বহির্গোষ্ঠীর চেতনা প্রকাশিত হয় "আমরা" ও "অন্যান্যরা" এই ধারণার মাধ্যমে। যে সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য "আমরা" নই, তা-ই বহির্গোষ্ঠী। অর্থাৎ সেই সদস্যদের মনোভাবের সাপেক্ষে, যে গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিযোগিতার, দ্বন্দ্বের ব অপছন্দের— তাই হল বহির্গোষ্ঠী।

একজন মানুষ একাধিক গোষ্ঠীর সদস্য হতে পারেন। তাই সদস্যপদ এক্ষেত্রে মূলক (overlapping) হতে পারে। একটি পরিবারে স্বামী স্ত্রী একই অন্তর্গোষ্ঠীর সদস্য হতে পারেন। অপরপক্ষে দুটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির সূত্রে তারা ভিন্ন বহির্গোষ্ঠীর সদস্য হন।

REDMI NOTE 8 PRO QUAD CAMERA

সমাজব্যবস্থার জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে অবধারিতভাবে এই সব গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলস্বরূপ আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধির রূপ আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেখতে পাচ্ছি।

(ঘ) স্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী গোষ্ঠী

স্থায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। পরিবার, শ্রেণি, জাতি প্রভৃতি সামাজিক গোষ্ঠীকে স্থায়ী এবং ভিড় (crowd), শ্রোতামণ্ডলী প্রভৃতিতে স্বল্প স্থায়ী গোষ্ঠী বলা হয়।

(ঙ) উল্লম্ব গোষ্ঠী ও সমতল গোষ্ঠী

গোষ্ঠী সদস্যদের পদমর্যাদার সমতা বা বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক গোষ্ঠীগুলি দুভাগে বিভক্ত। **উল্লম্বগোষ্ঠী** (Vertical group)-তে বিভিন্ন শ্রেণি ও পদমর্যাদার সদস্য থাকে। এখানে সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ দেখা যায়। এই ধরনের গোষ্ঠীকে **বিন্যস্ত গোষ্ঠী** বা Patterned Group বলা হয়ে থাকে। মন্ত্রিসভা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসন এই ধরনের গোষ্ঠীর উদাহরণ। যে গোষ্ঠীতে সব সদস্যদের সমতা স্বীকৃত হয়, সেই গোষ্ঠীকে **সমতল গোষ্ঠী** (Horizontal) বা **অবিন্যস্ত গোষ্ঠী** বলা হয়।

(চ) বিধিবন্ধ গোষ্ঠী ও অ-বিধিবন্ধ গোষ্ঠী **(Formal and Informal Groups)**

কর্মপদ্ধতি বা বিধিনিষেধের পরিপ্রেক্ষিতে দু-ধরনের গোষ্ঠীর কথা বলা হয়। বিধিবন্ধ গোষ্ঠীতে সদস্যদের আচরণ সুনির্দিষ্ট ও বিধিবন্ধ নিয়মকানুনের দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানে শ্রেণিকক্ষকে বিধিবন্ধ গোষ্ঠীর উদাহরণ বলা যেতে পারে।

যে গোষ্ঠীতে কোনো বাঁধা ধরা নিয়মকানুন থাকে না, তাকে অবিধিবন্ধ গোষ্ঠী বলা হয়। কলেজ ক্যান্টিন বা কমনরুম হল অবিধিবন্ধ গোষ্ঠী-এর উদাহরণ।

(ছ) ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক গোষ্ঠী **(Voluntary and Involuntary Groups)**

গোষ্ঠীর সদস্যপদ ইচ্ছানির্ভর কিনা তার ভিত্তিতে দুধরনের গোষ্ঠী— ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক গোষ্ঠী। ঐচ্ছিক গোষ্ঠীর সদস্যরা স্বেচ্ছায় গোষ্ঠীর সদস্য হন। যেমন— রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংগঠন, ফুটবল ক্লাব ইত্যাদি। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একাধিক ব্যক্তি কোনো সংগঠনের ছত্রচ্ছায়ায় মিলিত হয়ে ঐচ্ছিক গোষ্ঠী গঠন করেন।

অনৈচ্ছিক গোষ্ঠীতে সদস্যরা ব্যক্তিগত ইচ্ছা ব্যতিরেকেই গোষ্ঠীবদ্ধ হয়। পরিবার একটি অনৈচ্ছিক গোষ্ঠী।

(জ) দ্বয়ী ও ত্রয়ী গোষ্ঠী **(Dyad and Triad Groups)**

সদস্য সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে গোষ্ঠীর যে প্রকারভেদ করা হয় তাকে দুটি

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

বিভাজনে বিভক্ত করা যায়। দুজন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত গোষ্ঠী দ্বয়ী বা (Dyad) গোষ্ঠীর প্রকৃতি অনেকটা প্রাথমিক গোষ্ঠীর মতো। স্বামী-স্ত্রী, মা-ছেলে, বাবা-ছে প্রভৃতি এই গোষ্ঠীর উদাহরণ। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ককে Dyad ব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন শিক্ষা পরিচালনাকারীরা। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা-সমাজ বিশদ আলোচনা রয়েছে। এই ধরনের গোষ্ঠীতে একজন বিচ্ছিন্ন হতে চাইলে ভেঙে যায়।

তিনজন ব্যক্তির দ্বারা গঠিত গোষ্ঠী "ত্রয়ী" বলে চিহ্নিত করা হয়। এখানে ব্যক্তির ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বয়ী গোষ্ঠীতে সন্তান যুক্ত হয়ে ত্রয়ী করে। এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে তৃতীয়জন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন অনেক সময়ে দ্বয়ী গোষ্ঠীকে বিযুক্ত করতে তৃতীয় ব্যক্তি বিশেষ ভূমিকা পালন

তিনজনের অধিকসংখ্যক সদস্য-বিশিষ্ট গোষ্ঠীর প্রকৃতি ভিন্নতর হয়।

(ঝ) নির্দেশক গোষ্ঠী (Reference Group)

মানব প্রকৃতি স্বভাবতই অনুকরণপ্রিয়। অপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অবস্থানগত পরি করতে গেলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাকে অনুসরণ করে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাকে অনুসরণ তাকে 'নির্দেশক গোষ্ঠী' (Reference Group) বলা হয়। সমাজবিজ্ঞানী হ্যা (Hayman)-ই সর্বপ্রথম 'নির্দেশক' গোষ্ঠীর ধারণা প্রবর্তন করেন। তারপর টা (Turner), মার্টন (Merton), শেরিফ (Sheriff) প্রমুখ বিষয়টি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক এর বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(ক) কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অপর কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আদর্শ মনে অনুসরণ করার চেষ্টা করে।

(খ) ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজের তুলনা করে।

(গ) নির্দেশক গোষ্ঠী ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সামাজিক স্তরবিন্যা উপরের দিকে উঠতে চায়।

(ঘ) ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিজস্ব আচরণ বা ত্রুটি-বিচ্যুতিমূলক দুর্বলত হীনমন্যতার জন্ম হয়। সেজন্যই বিশিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মূল্যবো নীতি অনুকরণ ও অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত সে বা তারা গ্রহণ করে।

ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী এম.এন. শ্রীনিবাস এর 'সংস্কৃতিকরণ' তত্ত্বে নির্দেশ সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে। যদিও নির্দেশক গোষ্ঠী সম্পর্কে আলো সমাজবিজ্ঞানের কোনো নতুন দিক উন্মোচিত হয়নি বলে অনেক সময় অভিযো হয়।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

সমিতির বৈশিষ্ট্য : জনগোষ্ঠীর বিশেষ উদ্দেশ্যে, সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে একত্রিত হয়ে সমিতি গড়ে তোলে। অর্থাৎ গোষ্ঠীর গোষ্ঠী হল সমিতি। পারস্পরিক সহযোগিতা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর সাংগঠনিক রীতি সুনির্দিষ্ট ও আইনগত ভিত্তি সম্পন্ন। এর সদস্যভুক্তি, সদস্য-বহিষ্কার প্রভৃতি নির্দিষ্ট রীতিনীতি মেনে হয়।

শিল্পভিত্তিক সমাজে সমিতির গুরুত্ব খুব বেশি। এগুলি বহুমুখী ব্যস্ত সমাজকে স্থায়ী ও গতিশীল করতে সহায়তা করে।

সম্প্রদায় ও সমিতির পার্থক্য :

সম্প্রদায় ও সমিতির পার্থক্যগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—

(ক) সমিতি ও সম্প্রদায় পরিধিগত ভাবে পৃথক। সমিতির তুলনায় সম্প্রদায় ব্যাপকতর।

(খ) একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক সমিতি থাকতে পারে।

(গ) সম্প্রদায় একটি স্বাভাবিক প্রকৃতিমুখী সংগঠন। এটি গড়ে ওঠার পেছনে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা কাজ করে না।
সমিতি গড়ে ওঠার পেছনে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রাধান্য থাকে।

(ঘ) সম্প্রদায়ের পরিচালনগত কোনো পরিকাঠামো নেই। কিন্তু সমিতিতে পরিচালনগত কাঠামো থাকে।

(ঙ) সম্প্রদায় অঞ্চলকেন্দ্রিক, সমিতি অঞ্চলকেন্দ্রিক হতে পারে, আবার নাও পারে।

(চ) একজন ব্যক্তি একাধিক সমিতির সদস্যপদ লাভ করতে পারে, প্রয়োজনে কোনো সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারে কিন্তু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।
অর্থাৎ আমরা বলতে পারি সম্প্রদায়ের ভিত্তি মনস্তাত্ত্বিক, অনুভূতিমূলক অপর পক্ষে সমিতি কর্মকেন্দ্রিক। আধুনিক জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবমুখী কর্মকেন্দ্রিকতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায়ের তুলনায় সমিতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সামাজিক মূল্যবোধ, রীতিনীতি, মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য ইতিবাচক সম্প্রদায় সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা ক্রমবর্ধমান। উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রদায়ের আঞ্চলিকতা মুক্ত রূপ দিচ্ছে। এমনকি এর জন্য অন্তর্জাল (Internet) ব্যবহার এক নতুন দিক উন্মোচিত করেছে।

৬.৫. শিক্ষা ও গোষ্ঠীজীবন (Education and group life)

অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অংশে মানবসমাজে বিভিন্ন প্রকারের গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি আলোচনা করা হয়েছে। এই অংশে আমরা আলোচনা করব সামাজিক সংগঠন হিসাবে শিক্ষাক্ষেত্রে কী কী গোষ্ঠী সংগঠিত হতে পারে? একইভাবে একটি প্রতিষ্ঠান

REDMI NOTE 8 PRO AI QUAD CAMERA

যাবে শিক্ষার মধ্যে কী কী গোষ্ঠীগত কার্যকলাপ পরিচালিত হতে পারে? আবার ভিন্ন গোষ্ঠী জীবনের প্রভাব কীভাবে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে? ইত্যাদি। শিক্ষা ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গোষ্ঠীগুলি পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ব্যস্ত হয়।

প্রাথমিক গোষ্ঠী : শিশু প্রথম জন্মগ্রহণ করে প্রাথমিক গোষ্ঠী বা পরিবারের মধ্যে। জন্ম থেকেই ধীরে ধীরে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ শুরু হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক আদান-প্রদান প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত করে এই প্রাথমিক গোষ্ঠী। গৌণগোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে ব্যক্তি কতটা সফল ভূমিকা পালন করবে তা নির্ভর করে প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে তার প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার উপর। চরিত্র বিকাশে সাহায্য করা প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্যতম দায়িত্ব।

গৌণ গোষ্ঠী : গৌণ গোষ্ঠীর সামাজিক ভূমিকা ক্রমবর্ধমান। শিল্পায়িত সমাজে শ্রমবিভাজন ও বিশেষীকরণের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৌণ গোষ্ঠীর প্রভাব ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে। মানবসমাজ বিকাশের পাশে পাশে সামাজিক চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার রূপ পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই একই সঙ্গে বহুমুখী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য একাধিক সংগঠন ও প্রকল্প গড়ে উঠছে। বর্তমান বিশেষীকৃত পেশাভিত্তিক সমাজে গোষ্ঠী তথা গৌণ গোষ্ঠী পরিচালনা (Management) একটি বিশেষ স্থান দখল করেছে, যেখানে পারস্পরিক আদান-প্রদানের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পাচ্ছে।

মৌলিক বিষয় পাঠের চাহিদা ক্রমহ্রাসমান। গোটা পৃথিবী জুড়েই এটি শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ প্রবণতা। বরং লব্ধ জ্ঞান বা কারিগরি শিক্ষাকে গোষ্ঠীভিত্তিকভাবে ফলপ্রসূ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা— শিল্পক্ষেত্রে তথা শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। আজকের বিশ্বায়নের যুগে অন্তর্গোষ্ঠী ও বহির্গোষ্ঠীর প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রাচীন দর্শন ও সাহিত্য তথা উপনিষদে সমগ্র বিশ্বকে একটি 'নীড়' বলা হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষের আন্তর্জাতিক অস্তিত্ব তথা গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার করা হয়েছে। সেজন্য "আমরা"-"ওরা" বিভাজন সেখানে স্থান পায়নি। আবার আধুনিক বিশ্বও জাতিভিত্তিক, অঞ্চল ভিত্তিক, "আমরা"-"ওরা" অনুভূতিকে গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু অর্থনৈতিক শ্রেণি বিভাজন, অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় সম্প্রদায়ভিত্তিক শ্রেণিবিভাজন সমাজের মধ্যে "আমরা"-"ওরা" তথা অন্তর্গোষ্ঠী ও বহির্গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে। আধুনিক শিক্ষা সহনশীলতা, গণতন্ত্র, সাম্য প্রভৃতি মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়ে এই ধরনের গোষ্ঠীর প্রভাব হ্রাস করতে পারে।

নির্দেশক গোষ্ঠী : নির্দেশক গোষ্ঠীর প্রভাব বর্তমানে ক্রমবর্ধমান। আগে সামাজিক বা ধর্মীয় নেতৃত্বদানের ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে নির্দেশক হিসাবে গ্রহণ করা হত এবং সমাজ তাকেই অনুসরণ করে চলত। আধুনিক কালে সমাজে এর প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। রাজনৈতিক বিপ্লবীগোষ্ঠী এখন আর নির্দেশক গোষ্ঠীর ভূমিকায় নেই। বাজার

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA